প্রথম আলো

তারিখ 03 NOV 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য রকম অস্থিরতা

মোশতাক আহমেদ, ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) থেকে ফিরে ●

সদ্য সাবেক এবং বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে অস্থিরতা বিরাজ করছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক মোহীত উল আলমের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের একটি আদালতে দুর্নীতির অভিযোগে মামলাও হয়েছে।

এখন আবার উপাচার্যের চলতি দায়িত্বে থাকা কোষাধ্যক্ষ এ এম এম শামসুর রহমান নিয়োগে দুর্নীতি করছেন বলে শিক্ষক-কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন। এ-সংক্রান্ত তাঁর মোবাইল ফোনের কথোপকথন ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ক্যাম্পাসে অস্থিরতা আরও বেড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিদায়ী উপাচার্যের বিচার ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাদের একটি অংশ সংহতি জানিয়েছে। এ কারণে কমপক্ষে ১০ দিন ধরে ক্যাম্পাসে আসছেন না ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। সরকারও গত আড়াই মাসে নতুন উপাচার্য নিয়োগ দিতে পারেনি। এ কারণে আসন্ন

- সাবেক ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের আন্দোলন, ছাত্র ও কর্মকর্তাদের একাংশের সংহতি
- নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ ইউজিসির
- ক্যাম্পাসে যান না ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে একধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সব নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। একই সঙ্গে এ বিষয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে বলে জানান কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান।

তবে বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক মোহীত উর্ল আলম অভিযোগ ভিত্তিহীন উল্লেখ করে *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি নিয়মের বাইরে কোনো কিছুই করেননি।

গত রোববার সরেজমিন গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে এ নিয়েই আলোচনা করতে দেখা গেছে। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা চান দুজনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। চলতি দায়িত্বে থাকা উপাচার্যকে অপসারণ করে যোগ্য একজনকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হোক।

ময়মনসিংহের ত্রিশালে ২০০৬ সালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাস শুরু হয় ২০০৭ সালে। মোট শিক্ষার্থী ৫ হাজার ৫৪৭ জন। শিক্ষক আছেন ১৫১ জন।

মোহীত উল আলম মেয়াদ শেষে গত ১২ আগস্ট বিদায় নেওয়ার পর কোষাধ্যক্ষ শামসুর রহমান উপাচার্যের চলতি দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অভিযোগ করেন, শুরুতে উপাচার্যের বাড়ি

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সম্পন্ন না হওয়ায় মোহীত উল আলম ডরমিটরিতে থাকতেন। পরে ক্যাম্পাসের ভেতর উপাচার্যের জন্য তৈরি বাড়িতে ওঠেন। নিয়ম অনুযায়ী উপাচার্যদের ক্যাম্পাসে সর্বক্ষণ থাকতে হয় এবং সরকারি বাড়িতে থাকলে সরকারি নিয়মে বাড়িভাড়া পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু তিনি উপাচার্যের বাড়িতে থেকেও ঢাকার বাসার জন্য মাসে ৫০ হাজার টাকা (এর মধ্যে ২ হাজার টাকা কর কর্তন) বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে গ্রহণ করেছেন। এ নিয়ে নিরীক্ষা আপত্তি থাকলেও তা নিয়েছেন। প্রায় ২৩ লাখ টাকা তিনি নেন বাড়িভাড়া বাবদ।

তবে অধ্যাপক মোহীত *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি যাওয়ার আগেই অর্থ কমিটি উপাচার্যের জন্য এই ভাড়া নির্ধারণ করে। তাঁর সময়ে সিন্ডিকেটে তা অনুমোদন হয়। এ ছাড়া বাংলোতে থাকলেও উপাচার্যের বাংলো হিসেবে সেটি তাঁকে কখনো বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। সেখানে বিভিন্ন মন্ত্রী, ইউজিসি চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন ব্যক্তি বিশ্রাম বা অবস্থান করেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা বলেন, আগের উপাচার্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তখন উপাচার্যের বাড়িটিও হয়নি। তাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া নিয়েছেন। কিন্তু অধ্যাপক মোহীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থেকে নিয়োগ পান। এ ছাড়া উপাচার্য হিসেবে বাড়িটি বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব তাঁর। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি তো সেই বাড়িতেই থাকতেন। ঢাকার বাসার বিভিন্ন সরঞ্জাম কেনার টাকাও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। যদিও উপাচার্য বলেছেন, তিনি সেগুলো ফেরত দিয়েছেন।

নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম

ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ছেলে নসিহ উল ওয়াদুদ আলমকে গত ফেব্রুয়ারিতে ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ নেওয়া হয়। ওই সময় মোট আটজন আবেদনকারীর মধ্যে সাতজনই ছিলেন স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা। চার স্তরের শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো কোনো স্তরে এঁদের কারও কারও ফল ভালো, কোনোটি সামান্য পিছিয়ে। সাধারণত দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে তখন ক্যাম্পাসে আন্দোলনও হয়। তখন কয়েকজন শিক্ষকনেতার স্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি দিয়ে পরিস্থিতি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। আরেক ছেলের শ্যালক সামিউল ইসলামকে নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী, মামাতো ভাইয়ের ছেলে আদনান মুন্নাকে ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

উপাচার্য *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর ছেলের আবেদন করার বিষয়টি প্রথমে জানতেন না। পরে তিনি ওই বাছাই ও নিয়োগ কার্যক্রম থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। নিয়োগ পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় ছেলের নিয়োগ হয়েছে। ছেলের শ্যালকও মেধাবী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। আর মামাতো ভাইয়ের ছেলেকে চাকরি দিয়েছেন মানবিক কারণে।

একাধিক শিক্ষক বলেন, বিদায়ী উপাচার্যের ছেলে যোগ্য হলে অন্য কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেতেন। আর নিয়োগে উপাচার্যের ক্ষমতা সম্পর্কে সবাই জানেন।

ফোকলোর বিভাগে একজন প্রার্থী প্রথম বিজ্ঞাপনে শর্ত পূরণ না করায় নিয়োগ না দিলেও পরে শর্ত শিথিল করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। ইংরেজি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে আরেকজনের নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন আছে। ওই প্রার্থী যশোরের একটি কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে স্নাতক (সম্মান) এবং একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাস। তিনি পিএইচডিধারী। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগে এক নারী শিক্ষকের নিয়োগ নিয়েও অনিয়ম করা হয়।

অধ্যাপক মোহীতের সময় মাস্টাররোলে (দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে) ৫৮ জন কর্মচারীর নিয়োগ নিয়ে ক্যাম্পাসের ক্ষমতাসীনদের একটি চক্র আর্থিক লেনদেন করে। এ বিষয়ে উপাচার্য বলেন, তিনি কিছু চাকরি মানবিক কারণে দিয়েছেন। আর সব নিয়োগ হয়েছে বাছাই কমিটির মাধ্যমে।

সম্মানী ও গাড়ি মেরামতের টাকা নিয়ে প্রশ্ন

আগের উপাচার্য অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার সম্মানী ১৫ হাজার টাকা নিতেন। কিন্তু অধ্যাপক মোহীত যাওয়ার পর এই সম্মানী এক লাফে ১ লাখ টাকা করা হয়। কোষাধ্যক্ষের সম্মানীও কয়েক দফায় বাড়িয়ে ৮৮ হাজার টাকা করা হয়। অবশ্য অধ্যাপক মোহীত বলেন, উপাচার্যের সম্মানী ১ লাখ টাকা প্রাপ্য। গত বছরের জুলাই মাসে উপাচার্য 'ব্যক্তিগত' কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিপ গাড়ি নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জে যান। ফেরার পথে দুর্ঘটনায় নষ্ট হলে সেটি মেরামত করতে প্রায় ১১ লাখ ৫৬ হাজার টাকা খরচ হয়, যা বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে উপাচার্য *প্রথম আলোকে* বলেন, ব্যক্তিগত নয়, উপাচার্য হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অতিথি হয়ে অংশ নেন।

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ

শিক্ষক-কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন, উপাচার্যের চলতি দায়িত্বে থাকা কোষাধ্যক্ষ শামসুর রহমান দায়িত্ব পাওয়ার আগে থেকে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেন বা নেওয়ার কথা ঠিক করে রাখেন। উপাচার্যের চলতি দায়িত্ব পেয়েই তিনি কয়েকটি প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দেন। পরে চাকরি দেওয়া নিয়ে শিক্ষকদের আপত্তির মুখে পড়েন। কিন্তু যাঁরা টাকা দিয়েছেন, তাঁরা চাপ দিতে থাকেন। এ নিয়ে মোবাইল ফোনে একজনের সঙ্গে কথোপকথন ফাঁস হয়ে যায়। তিনি রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের ভাগনে পরিচয় দিতেন ক্যাম্পাসে। পরে রাষ্ট্রপতির দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, তিনি রাষ্ট্রপতির ভাগনে নন।

বক্তব্য নিতে গত রোববার দপ্তরে গিয়ে শামসুর রহমানকে পাওয়া যায়নি। কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, তিনি এখন ক্যাম্পাসে আসছেন না। ময়মনসিংহে থাকেন। পরে ফোন করলেও ধরেননি। তবে গত বুধবার এক বিবৃতিতে দাবি করেন, তিনি দুর্নীতি করেননি।